যুগান্তর
তারিখ: 22 FEB 2007 পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

ভর্তি পরীক্ষা ৯ মার্চ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু

■ মোঃ সফিকুল ইসলাম

প্রধান রচনা

সদ্য প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি (২০০৬-২০০৭) শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী নবপ্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। ভর্তি পরীক্ষা ৯ মার্চ। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ও কুমিল্লা সরকারি কলেজে ওইদিন (বিকাল ২.৩০ থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাচীন বাংলার গর্বিত জনপদ সমতট রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ময়নামতিতে গড়ে উঠেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। লালমাই-ময়নামতির শালবন বৌদ্ধবিহার বা আনন্দ বিহারের অদূরে সদর উপজেলাধীন লালমাই মৌজায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ময়নামতির পাহাড়শ্রেণী, আঠার কিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত প্রত্ন-ঐশ্বর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, বিশ্বখ্যাত পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), শালবনের ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ পরিবেশ- এমনই এক ঐতিহ্যিক স্থানে প্রতিষ্ঠা পেল দেশের ২৫তম এ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

৪টি অনুষদের ৭টি বিভাগে অন্তত ৩৫০ জন শিক্ষার্থী স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করবে। বিভাগগুলো হল— স্কুল (অনুষদ) অব সায়েন্স : গণিত বিভাগ; স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স : অর্থনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ; স্কুল অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিস : ইংরেজি বিভাগ; স্কুল অব বিজনেস স্টাডিজ : মার্কেটিং, হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ গণ্য হবে 'স্কুল' হিসাবে। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর দ্রুততার সঙ্গে প্রাথমিক অবকাঠামো হিসেবে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি একাডেমিক ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক ২টি হলের নির্মাণকাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশিক্ষিত অঞ্চল হিসেবে খ্যাত বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীর দীর্ঘ পাঁচ দশকের অব্যাহত দাবি পূরণ হল এবং বহু কাঙ্ক্ষিত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষানুরাগী বৃহত্তর কুমিল্লার সর্বস্তরের মানুষ উজ্জীবিত।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োজিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রবীণ শিক্ষক এবং খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের সাবেক পরিচালক বরেণ্য শিক্ষাবিদ কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার অধিবাসী বিশিষ্ট পুষ্টিবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা। প্রথমে তিনি 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের' প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে উপাচার্যের বিশেষ স্মৃতি রয়েছে। কারণ ষাটের দশকে যেখানে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে ওঠা উত্তাল গণআন্দোলনের অগ্রভাগ থেকে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান-গবেষণা ও বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার অনন্য শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পঠন-পাঠনে এমন ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরা বেড়ে উঠবেন দেশপ্রেমিক, মূল্যবোধসম্পন্ন ও ঐতিহ্যদীপ্ত সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে। ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতি বিভাগে ফাউন্ডেশন কোর্স হিসেবে একশ' নম্বরের ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক থাকবে। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরে উপাচার্য প্রফেসর গোলাম মাওলা বলেন, কুমিল্লা তথা সমতটে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরিদের যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস, শিল্প-সভ্যতা ও সমাজ। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলে মানববসতির নিদর্শন রয়েছে। সে কারণে আবশ্যিকভাবেই ভবিষ্যতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও নৃ-তত্ত্ব বিভাগ খোলা হবে। শিক্ষাভিত্তিক কার্যক্রমের প্রতি বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহিত করা হবে এবং এই কার্যক্রমে সমাজের বিত্তবান ও শিক্ষানুরাগীদের সানুগ্রহ অংশগ্রহণ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন প্রশাসনিক ভবনের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে ছবি : তবারক উল্লাহ কায়েস

উপাচার্য জানান, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৪টি অনুষদের অধীন ১২টি বিভাগে অনধিক ৫০ জন করে ৬০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে এবং পর্যায়ক্রমে এই সংখ্যা ২০০০-এ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার (ব্যবহারিক) ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এক্ষুণই খোলা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সুবিধা নিশ্চিত করে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রস্তাবিত বিভাগগুলো এবং বর্ধিত আরও যুগোপযোগী বিভাগ, ইন্সটিটিউট চালু করা হবে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। প্রাথমিক অবকাঠামো ৫০ একর জমির উপর মনোরমভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুরো ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বর্ধিত উন্নয়নের জন্য আরও প্রায় ৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। সরকার প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক বরাদ্দ দিয়েছে ৩৬ কোটি ৪১ লাখ টাকা। অর্থভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় বিভাজন করা হয়েছে প্রধান ১৫টি খাতে। এর মধ্যে প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচতলা ভিত্তের উপর প্রাথমিক তিনতলা করে দু'টি পৃথক একাডেমিক ভবন এবং ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে পাঁচতলাবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। উপাচার্য জানান, ৬ কোটি ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪০০ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্র হল ও ৩ কোটি ১ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০০ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্রী হলের নির্মাণকাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক সব নির্মাণ অবকাঠামো শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর বাস্তবায়ন করছে। উপাচার্য প্রফেসর গোলাম মাওলা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প এলাকায় ভূমি উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে ভূমির টপোগ্রাফি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং বিদ্যমান কোনও পাহাড়, টিলাটেপা না কাটার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ময়নামতিতে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব বলে উপাচার্যসহ অভিজ্ঞমহল মনে করেন। কারণ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গড়ে ওঠা সমতট রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র লালমাই-ময়নামতির আঠার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রত্ননিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুকুট আবিষ্কার কবিতায় উল্লিখিত রাজা 'ধ্রুব চন্দ্র' ও তার মন্ত্রী 'পদ্ম চন্দ্র' সমতটের নরপতি ছিলেন। সমতট শ্রেষ্ঠী কন্যা সেই 'রূপবান'(!)-সহ বহু রাজ-রাজা ও রাজ বংশের উত্থান-পতনের কাহিনী আর জনশ্রুতি এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। অতীত সমাজ-সভ্যতার জীবন্ত সাক্ষী এসব প্রত্ননিদর্শন দেখতে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সন্ধানী দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এখানে ছুটে আসেন। প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৫ সালে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সমতট তথা ময়নামতি-লালমাই পরিভ্রমণ করেন। হাজার বছরের ঐতিহ্যের পাদপীঠ ময়নামতি লালমাই-এ 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার সঙ্গে আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে, এখানকার শিক্ষার্থীরা প্রত্ন নিদর্শনে খুঁজে পাবে ফেলে আসা লোকবাংলার অনবদ্য সমাজজীবন। সেই সঙ্গে অতীত ঐতিহ্যের চেতনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করবে, বৃদ্ধি পাবে সভ্যতাবোধ- এমনই অভিমত ব্যক্ত করেছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা।